BANGLA

স্কুলে প্রণবের প্রথম দিন

গল্প: নন্দিনী নায়ার

আঁকা: দিলীপ চিনচালকার

eklavya

প্রণবের পৃথিবী

স্কুলে প্রণবের প্রথম দিন

গল্প: নন্দিনী নায়ার

বাংলা অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জি

আঁকা: দিলীপ চিনচালকার

eklavya

স্কুলে প্রণবের প্রথম দিন
Schode Pranaver Pratham Din

গল্প: নন্দিনী নায়ার
বাংলা অনুবাদ: শুদ্ধ ব্যানার্জী
আঁকা: দিলীপ চিনচালকার
সম্পাদনা ও সংযোজনা: ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
সম্পাদকীয় সহযোগিতা: জয়নাব, টুলটুল বিশ্বাস, বংশী শর্মা
উত্পাদন সহযোগিতা - ইন্দু নায়র, কমলেশ যাদব, মোহম্মদ খিজর

'Pranav's First Day at School' গল্পের বাংলা অনুবাদ যা ইংরেজি ও হিন্দীতে একলব্য দ্বারা প্রকাশিত।
Bangla translation of story 'Pranav's First Day at School' published in English & Hindi by Eklavya.

© নন্দিনী নায়ার, সেপ্টেম্বর 2010

অনুবাদ: একলব্য ফাউন্ডেশন, মার্চ 2024

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের অ্যাট্রিবিউশন-নন-কমার্শিয়াল-নো ডেরিভেটিভস 4.0 ইন্টারন্যাশনাল (CC BY-NC-ND) এর অধীনে পড়ে। এর সম্পূর্ণ বিবরণ নীচের লিঙ্ক-এ পাওয়া যাবে - https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
লেখক, চিত্রশিল্পী এবং প্রকাশকের তথ্যসহ অ-বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো পরিবর্তন ছাড়া বাংলা বইটির লেখা ও ছবি কপি এবং বিতরণ করা যাবে। অন্য কোনো অনুমতির জন্য, প্রকাশকের মাধ্যমে লেখকের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে।

প্রথম সংস্করণ: মার্চ 2024 (1000 কপি)
কাগজ: 100 gsm ম্যাপলিথো এবং 220 gsm পেপার বোর্ড (প্রচ্ছদ)
ISBN: 978-81-19771-58-5
মূল্য: ₹ 40.00

দূরবীন, এইচ টি পারেখ ফাউন্ডেশন
(H T Parekh Foundation)-এর আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত।

প্রকাশক:
একলব্য ফাউন্ডেশন (Eklavya Foundation)
জামনালাল বাজাজ পরিসর, জাটখেড়ী,
ভোপাল – 462 026 (মপ্র)
ফোন: +91 755 297 7770-71-72
www.eklavya.in

সম্পাদনা ও সংযোজনা:
ভাবুক ফাউন্ডেশন (Bhabook Foundation)
কৃষ্টি নেস্ট, ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং – 302, কালিপার্ক,
রাজারহাট, 24 পরগনা (উ), পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা – 700 136
ফোন: +91 70447 05339

মুদ্রণ: বক্স করুগেটর ও অফসেট প্রিন্টার, ভোপাল, +91 755 258 7651

প্রণবের মা একদিন তাকে
স্কুলে নিয়ে গেলো।

সেখানে অনেক বাচ্চা ছিল। তারা সবাই কাঁদছিল।

প্রণব মা'কে জিজ্ঞেস করলো, "ওরা কাঁদছে কেন?"

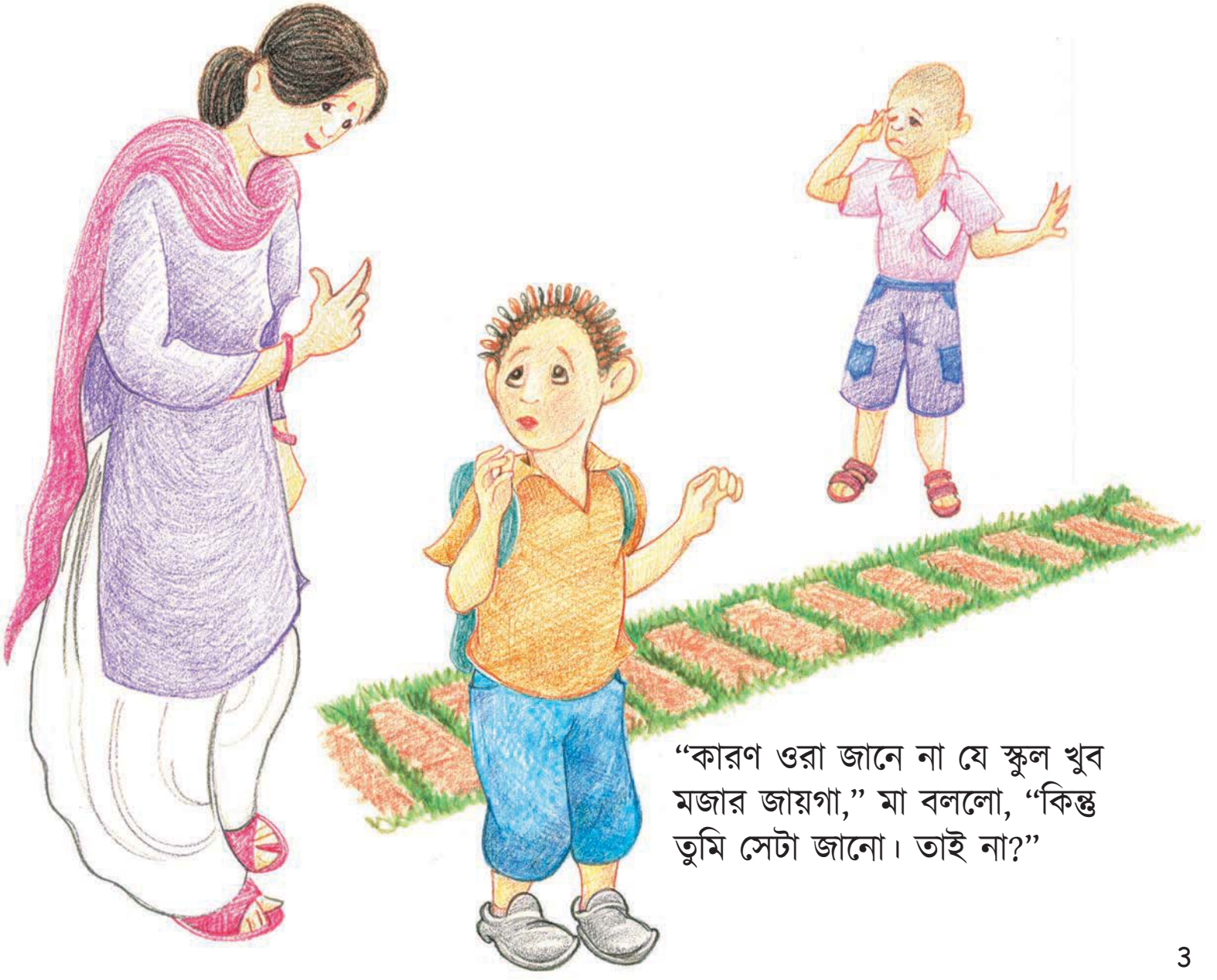

“কারণ ওরা জানে না যে স্কুল খুব মজার জায়গা,” মা বললো, “কিন্তু তুমি সেটা জানো। তাই না?”

প্রণব মাথা নাড়ালো।
তার মা আগেই তাকে স্কুলের
ব্যাপারে সব বলেছে।

“আর তাই তুমি কান্নাকাটি করবে না,” মা বললো, “তাই তো?”

প্রণব মাথা নেড়ে না বললো। সে একটুও কাঁদবে না।

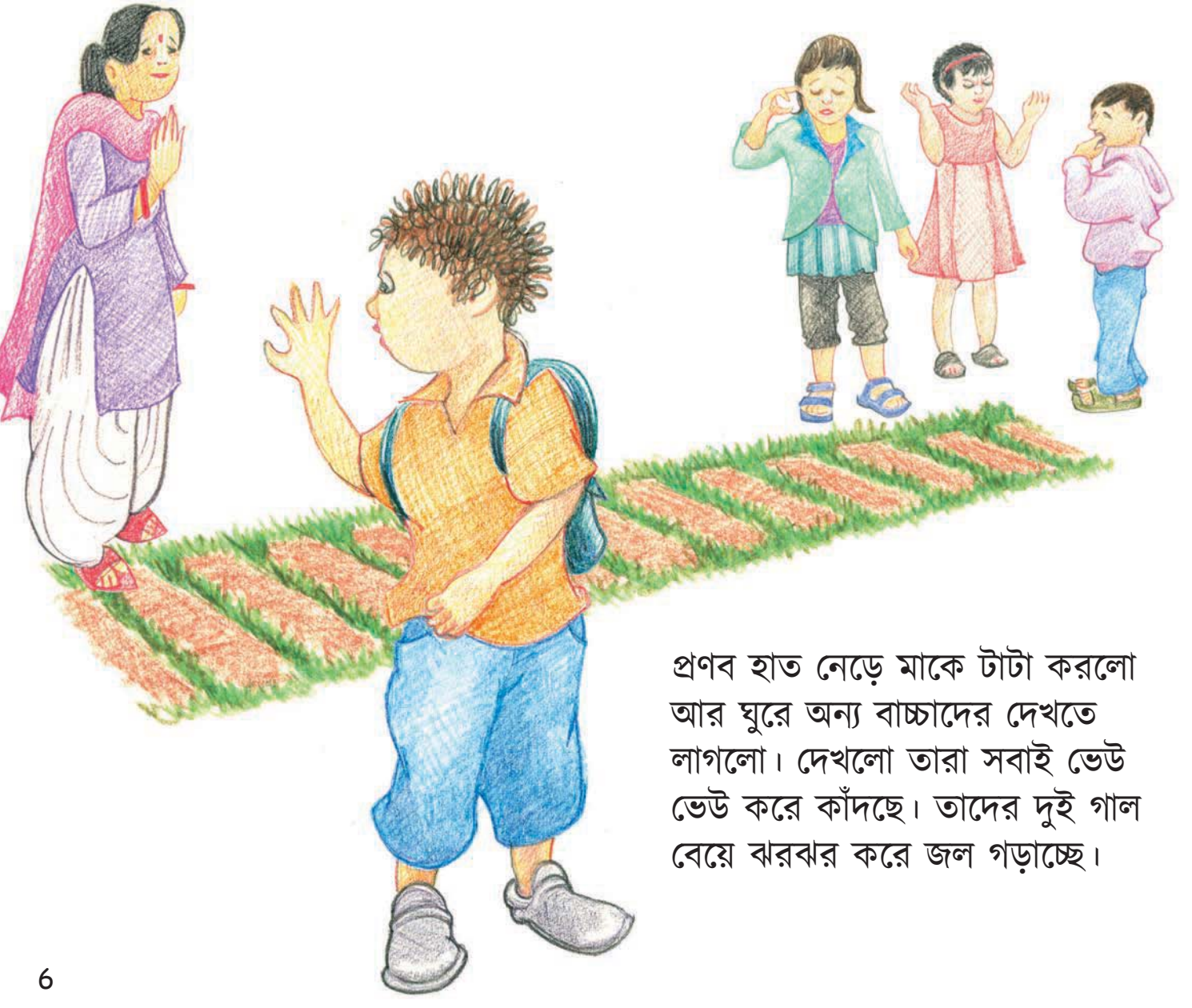

প্রণব হাত নেড়ে মাকে টাটা করলো আর ঘুরে অন্য বাচ্চাদের দেখতে লাগলো। দেখলো তারা সবাই ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। তাদের দুই গাল বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়াচ্ছে।

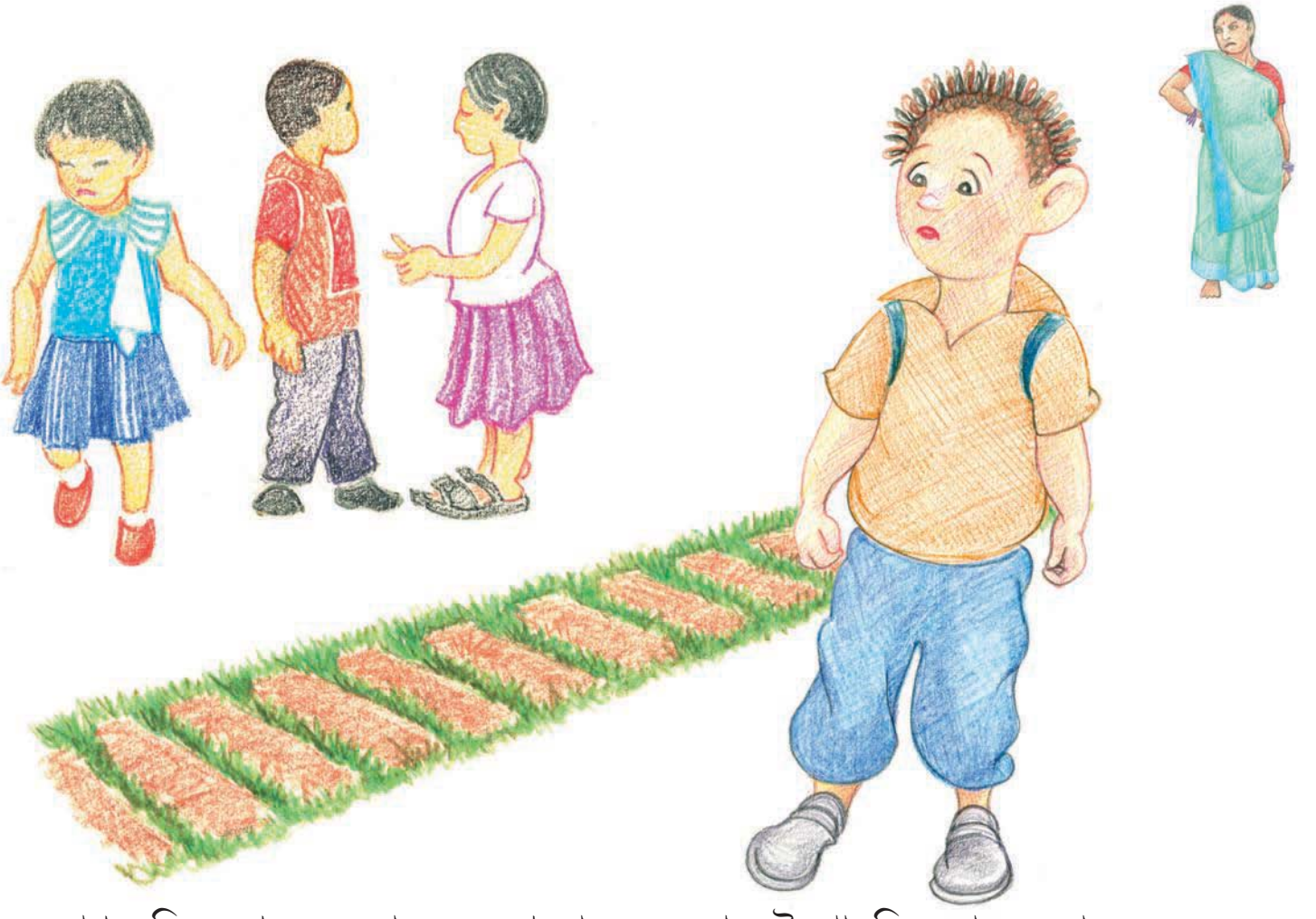

প্রণব কিছুক্ষণ ধরে তাদের দেখলো। সে বুঝতেই পারছিল না যে তাদের চোখে এত জল এলো কোথা থেকে! চোখের সব জল শুকিয়ে গেলে ওরা কাঁদবে কেমন করে?

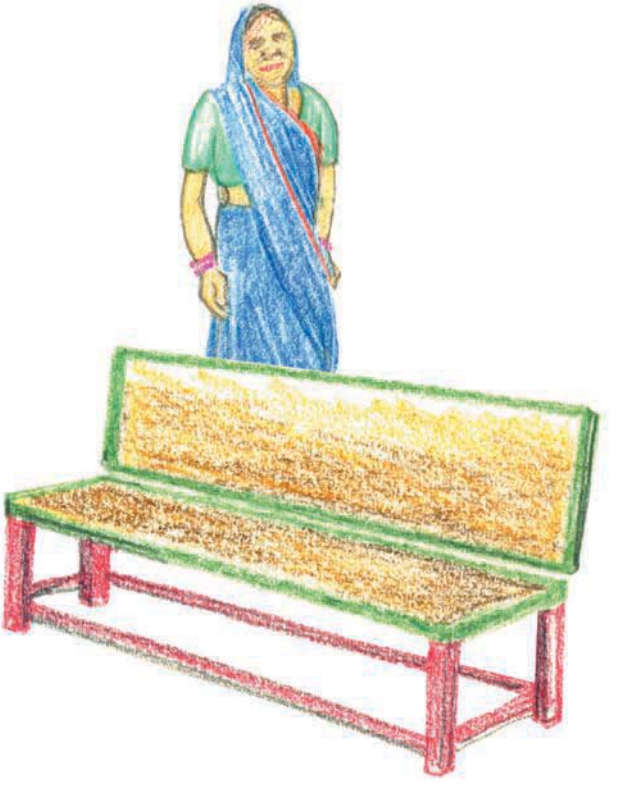

প্রণব তাদের কান্না দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তারপর তার চোখ পড়লো একটা ছেলের দিকে। সে কাঁদছিল না।

প্রণব তার কাছে গিয়ে মুচকি হাসলো। ছেলেটাও হাসলো। তারপর ওরা দুজনে বসে কাঁদুনে বাচ্চাদের কান্না দেখতে লাগলো।

Pranav's first day at school

One day Pranav's mother took him to school.

There were lots of other children there. They were all crying.

"Why are they crying?" Pranav asked his mother.

"Because they don't know how much fun school can be!" his mother said.

"But you know that, don't you?"

Pranav nodded. Mother had told him all about school.

"And that is why you won't cry, will you?" mother asked. Pranav shook his head. He was not going to cry.

He waved goodbye to his mother and turned to look at his new classmates. They were all crying loudly, tears streaming down their cheeks.

Pranav watched them for a while. He was surprised that they had so many tears. Would these ever dry up, he wondered. And how would they cry after that?

Pranav got tired of watching them. He looked around and saw a boy who was not crying.

Pranav walked to the boy and smiled at him. The boy smiled back. Then both sat down to look at all the other crying children!

প্রণব প্রথম বার স্কুলে গেছে। গিয়ে দেখে সেখানে অনেক বাচ্চা আর তারা সবাই কাঁদছে। পড়ে দেখো কী হলো তারপর...

নন্দিনী নায়ার হিন্দি ও ইংরিজিতে প্রকাশিত ‘হাউ প্রণব ওয়েনট টু স্কুল’ বইয়ের লেখিকা। তার বই ‘প্রণব’স পিকচার’ (২০০৫) ও ‘হোয়াট শ্যাল আই মেক?’ (২০০৬) তুলিকা দ্বারা প্রকাশিত। দ্বিতীয় বইটি ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই বইগুলি ছাড়াও ডিমডিমা, সকাল টাইমস, দি হিন্দু, টিঙ্কল ও চিলড্রেনস ওয়ার্ল্ড পত্রিকায় নন্দিনী বহু গল্প লিখেছেন।

দিলিপ চিনচালকার ছিলেন পেশায় বায়োকেমিস্ট আর অন্তরের তাগিদে লেখক। চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনার ছাড়াও দিলিপ ছিলেন একাধারে শিক্ষক, বাগান প্রেমী, শিল্পী, ট্রাক ড্রাইভার ও হিচহাইকার।

দূরbeen Read·Imagine·Explore
AN INITIATIVE OF H T PAREKH FOUNDATION
eklavya

মূল্য: ₹ 40.00
9 788119 771585